The voice of COAST Education Program

Mirror

Year 5, Issue 51, January 22

COAST Foundation

As a part of humanitarian assistance, COAST Foundation has been implementing the "Education Program" for Rohingya Children with the financial and technical support of UNICEF. The COAST Foundation has 84 Learning Centres and 50 ECD centres in Camp-14. There are (5257+ 1100) Total- 6357 learners taking basic and informal quality education with entertaining environment.

শিশু বিকাশ কেন্দ্রে প্রবেশের আগে শিশুরা হাত ধুয়ে নিচ্ছে।

শিক্ষা কেন্দ্রে অংকন প্রতিযোগীতা হচ্ছে

একজন প্রতিবন্ধী শিশু কিছু লেখার চেস্টা করছে

পিতা মাতাদের সাথে সচেতনতা মুলক সভা -পরিবর্তন আসছে

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পরিপাটি শিশু। ছবি-মাহবুব

কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্প পর্যায়ে পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও ইসিডি সেন্টারে অভিবাবকদের নিয়ে প্রতি মাসে সচেতনতা মুলক সভা পরিচালনা কওে আসছে। এই সভায় আমরা শিক্ষার্থীদের পিতা মাতা ও কেয়ারগিভারদের সাথে তাদের যতœআত্বি সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় প্রতি মাসের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছনœতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। গত কয়েক মাসে পিতা মাতাদের সাথে শিশুদের বিষয়ে আলোচনা করার ফলে শিশুদের মধ্যে আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছি। শিশুরা আগে ময়লা জামা কাপড় পরিধান করে শিক্ষাকেন্দ্রে আসত। শিশুরা এখর পরিস্কার পরিচ্ছন জামা পরিধান করে শিক্ষাকেন্দ্রে আসে। শিশুদের এভাবে পরিপাটি কওে শিক্ষা কেন্দ্রে আসা এক নতুন পরিবেশের সৃস্টি হয়েছে।

সংলাপ চার্ট- শেখার একটি মজার মাধ্যম

টিও সংলাপ চার্ট এর মাধ্যমে শিখাচ্ছে। ছবি নাছিম

কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্প-১৪ তে ৮৪ টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে, এই শিক্ষা কেন্দ্র গুলোতে শিশুদের শিখানোর জন্য আমরা নানা ধরনের শিক্ষা উপকরন ব্যবহার করি, এই উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে- লেভেল অনুযায়ী বই, গল্পের বই, ফ্লাশ কার্ড এবং সংলাপ চার্ট। কক্সবাজার এডুকেশন সেক্টর কতৃক এই সংলাপ চার্ট টি তৈরি করা হয়। এ চার্টে দুইটি দিক রয়েছে, একটি শিক্ষকদের জন্য অন্যটি শিক্ষার্থীদের জন্য। এই সংলাপ চার্টটিতে আকর্ষনীয় কিছু ছবি দেয়া হয়েছে, এই ছবি গুলো দেখে শিক্ষার্থীরা খুব আনন্দিত বোধ করে, শিক্ষক এই ছবি দেখিয়ে শিশুদের কিছু শব্দ প্রাণীর নাম ও সব সময় দেখা কিছু বস্তুর নাম শিখতে পারে। সংলাপ চার্টের মাধ্যমে শিশুদের

রেডিও শুনে শিখতে আগ্রহী হয় শিশুরা

২ডিসেম্বর ২০২২ থেকে টিউলিপ শিক্ষা কেন্দ্রে রেডিও শোনানোর কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যমের দিন উপস্থিত ছিলো গ্রেড-২ এর শিক্ষাথীরা। শিক্ষক রেডিও শোনানোর জন্য শিশুদের গোল করে বসান। এই পর্বে কিচ্ছা বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের বিভিনœ বিষয়ে শিখানো হয়। শিশুরা এধরনের পর্ব গুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনে। এখানে শিশুরা গল্প শুনে বিভিনœ শব্দ শিখে ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে।এদিন শিশুরা মিয়ানমারের দুটি নদী ইরাবদি ও কালাদনের গল্প শুনছিল।

রেডিও শোনার পর শিক্ষক শিশুদের মতমত নিচ্ছে। ছবি- জোসনা

এই গল্পে ইরাবদি ও কালাদন ২ ভাই ও বোন, কিন্তু ২ ভাই বোনের সাথে দেখা নাই। তাই ইরাবদি কাঁদে, সে তার ভাইয়ের সাথে দেখা কলতে চায়। কালাদনও কাঁদে সে তার বোনের সাথে দেখা করতে পারেনা বলে। ইরাবদি ইয়াঙ্গুনে যায়, কিন্তু সেখানেও কালাদনকে পায়না। এভাবে গল্প এগিয়ে যায়। এই পর্যন্ত চলার পরে শিশুদের প্রশœ করা হয়। প্রশœগুলো ২ ধাপে করা হয়- প্রথম ধাপ হলো প্রতিফলন প্রশœ অন্যটি প্রবৃত্তি প্রশœ। গল্প বলার মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয়। এইভাবে তাদের দক্ষতার স্তর বৃদ্বি পায়। গ্রেড়-২ এর শিক্ষার্থী হারেস বলেন আমি আজকে তিনটি নতুন শব্দ শিখেছি- সেগুলো হলো রিভার, প্লেইন ল্যান্ড, সাউন্ড।

www.coastbd.net, Mobile: 01762624808, email: jasim@coastbd.net

যেখানে শুরু হয় শিশুর উনয়ন...

কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিক্ষা প্রকল্প ক্যাম্প ১৪-এর বিভিনœ ব্লকে ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। উনœয়নের বিভিনœ ক্ষেত্র এবং শিশুদের বিকাশ সম্পর্কিত গুণাবলী বিবেচনা করে, একটি শিশু উনœয়ন কেন্দ্রে বিভিনœ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশুদের জ্ঞানীয় এবং ভাষাগত বিকাশের সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপ। তাছাড়া শিশুরা যাতে সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠে সেজন্য কেন্দ্রের কার্যক্রম নির্বাচন করার সময় বিবেচনা করা হয়।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র তিনটি প্রধান বয়সের সময়কালকে কভার করে, প্রতিটির নিজস্ব ^বশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে: ০-৩ বছর (গর্ভধারণ থেকে জন্মের সময়কাল সহ), ৩-৬ বছর এবং ৬ -৮ বছর। ৮ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুর তাদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বহু-বিভাগীয় সহায়তার প্রয়োজন। শিশুদের গর্ভধারণ থেকে জন্ম পর্যন্ত মায়ের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উপর ফোকাস করা উচিত। কোস্ট ফাউন্ডেশনের এর প্রারম্ভিক ^শশব উনœয়ন কেন্দ্র ৩ থেকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে এই সহায়তা প্রদান করছে।

শিশু উনœয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য নিমœলিখিত ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে - শারীরিক বিকাশ, জ্ঞানীয় বিকাশ, ভাষাগত বি-কাশ, এবং সামাজিক-মানসিক বিকাশ। বিকাশের বিভিনœ ক্ষেত্র এবং শিশুদের বিকাশ সম্পর্কিত গুণাবলী বিবেচনা করে, একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বিভিনœ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদিত হয় যেমন; ফ্রি প্লে, ছড়া, গান, আউটডোর গেম, সার্কেল গেইম, গল্প বলা এবং অংকন ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীরা এখন সুশৃঙ্খল এবং পরিপাটি

মানুষ পরিবর্তনশীল, সময়ের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করে। অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। সব মানুষই নিজেকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। মনে রাখা ভালো, সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় তার নিজস্ব গতিতে চলে, তাই আপনি চাইলেও তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাই শেখার সঠিক ব্যবহার খুবই প্রয়োজন।

আজ যারা পরিবর্তনের নিয়ম লিখছেন তারা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, করুণ জাতি। তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু শিশু রয়েছে যারা শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশোনা করে। এছাড়াও কিছু

শিশুরা এখন তাদের জুতাগুলো গুছিয়ে রাখে। ছবি-জিলানী

শিশু আছে যারা কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশোনা করে। তারমধ্যে, একটি শিক্ষা কেন্দ্র মিন্দানাও। এ কেন্দ্রে ৮৯ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত লেখাপড়া করছে। এক সময় এই শিশুরা যখন শিক্ষাকেন্দ্রে আসতো তাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। এই শিশুদের সময় বোধ ছিল না, তারা খেয়াল খুশি মত আসতো এবং যেতো। তাদের মধ্যে পরিচ্ছনœতা বোধ ছিল না। তারা যথাযথভাবে জুতা পরিধান করতো না। তারা নিয়মিত পড়াশুনা করতো না। এমনকি তাদের পিতা মাতা ও এই সম্পর্কে সচেতন ছিল না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উভয় শিক্ষক চেষ্টা করেছিলো তাদের কে পরিবর্তন করতে। একদা শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকেন্দ্রে সঠিক সময়ে আসা শুরু করেছিলো। শিক্ষার্থীরা এক সময় বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা শুরু করেছিলো। শিশুরা প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছনœভাবে শিক্ষাকেন্দ্রে আসে। শিক্ষার্থীরা এখন নিয়মিত জুতা পরে আসে। আর তারা জুতাগুলোকে জুতার র‍্যাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। একসময় এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকলেও এখন সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। শিশুদের এই পরিবর্তনের পিছনে, উভয় শিক্ষকের অবদান রয়েছে; তাজিন এবং আজিজ।

তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে । শিশুদের এই পরিবর্তন দেখে তাদের অভিভাবকরা খুবই খুশি। শিশুদের এই পরিবর্তন দেখে বাবা-মা-ভাই-বোনেরা তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছে। তাদের অভিভাবকরা তাদের পরিবর্তনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের এই পরিবর্তন এর মাধ্যমে, যদি আমরা চাই প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুকে এভাবে পরিবর্তন করতে পারি । আমরা শুধু এটু-কুই বলতে পারি যে ইচ্ছা থাকলে যে কারো পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

শিশুরা নতুন কিছু পেলে সবসময় খুশি হয়

রোহিঙ্গা শিশুদের উনœয়নের জন্য আমরা গত ৫ বছর যাবত শিক্ষা খাতে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে ক্যাম্পের শিশুদের খুশি দেখতে চাই। আমাদের শিক্ষক ও ফ্যাসিলিটেটররা সব সময় হাউজ ভিজিট এর মাধ্যমে পিতা মাতাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন। আমাদের শিক্ষা কেন্দ্র ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আমরা সারা বছর নতুন নতুন শিশুদের ভর্তি করাই। নতুন শিশুরা শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হলেই তাদের স্কুল ব্যাগ এবং অন্যান্য উপকরণ দেয়া হয়। এই উপকরণ গুলো দেয়ার পর আমরা শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতি নিশ্চিত করি।

শিশুরা নতুন ব্যাগ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। ছবি মাহবুব

To capture and use photos in this bulletin prior concern was get from program participants.